বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ....বঙ্গাব্দ/..................২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং .... আইন/২০১০।- -স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ১২০ এর উপ-ধারা (১) (খ), ধারা ৩৫ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই বিধিমালা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(১) "আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন);

(২) "ইভিএম" অর্থ ভোটগ্রহণের জন্য ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন;

(৩) "ওটিপি" অর্থ One Time Programmable;

(৪) "ওয়ার্ড" অর্থ আইনের ধারা ২(১৩) তে সংজ্ঞায়িত ওয়ার্ড;

(৫) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(৬) "নির্বাচন" অর্থ মেয়র এবং কাউন্সিলরের প্রত্যক্ষ নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন;

(৭) "নির্বাচনী এজেন্ট" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২৪ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচনী এজেন্ট;

(৮) "নির্বাচনী এলাকা" অর্থ মেয়র, বা ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানা নির্ধারিত কোন এলাকা;

(৯) "নির্বাচিত প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যাহাকে আইনের ধারা ৩৩ এর বিধান এবং এই বিধিমালার অধীন মেয়র অথবা কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন মর্মে ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে;

(১০) "পোলিং অফিসার" অর্থ একটি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ৮ এর অধীন নিয়োগকৃত কোন পোলিং অফিসার;

(১১) "পোলিং এজেন্ট" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২৫ এর অধীন নিয়োগকৃত পোলিং এজেন্ট;

(১২) "প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি মেয়র অথবা কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নাই;

(১৩) "প্রার্থী" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম মেয়র অথবা কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে;

(১৪) "প্রিজাইডিং অফিসার" অর্থ কোন ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৮ এর অধীন নিয়োগকৃত প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) "ফরম" অর্থ বিধিমালার সহিত সংযোজিত ফরম;

(১৬) "ভোটগ্রহণের তারিখ" অর্থ নির্বাচনের জন্য স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত ভোটগ্রহণের তারিখ;

(১৭) "ভোটার তালিকা" অর্থ ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) এর অধীন প্রণীত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা;

(১৮) "সংরক্ষিত আসন" অর্থ আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কাউন্সিলরের আসন;

(১৯) "সাধারণ আসন" অর্থ সংরক্ষিত আসন ব্যতীত, আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ বর্ণিত সাধারণ কাউন্সিলরের আসন;

(২০) "সিটি কর্পোরেশন" বা "কর্পোরেশন" অর্থ আইনের ধারা ২(১৪) তে সংজ্ঞায়িত সিটি কর্পোরেশন বা কর্পোরেশন।

৩। **ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট প্রদান**।- সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের নির্বাচনে গোপন ব্যালট বা, ক্ষেত্রমত, ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা যাইবে।

৪। **ইভিএম গঠন, ইত্যাদি**।- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিটি ইভিএম-

(ক) ব্যাটারী চালিত একটি কন্ট্রোল ইউনিট, একটি ব্যালট ইউনিট এবং একটি ডিসপ্লে ইউনিট সমন্বয়ে গঠিত হইবে;

(খ) কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট এবং ডিসপ্লে ইউনিট আন্তঃ সংযোগের মাধ্যমে কার্যকর থাকিবে; এবং

(গ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইনের হইতে হইবে।

(২) **কন্ট্রোল ইউনিট**।-

(ক) কন্ট্রোল ইউনিটে একটি ডেমো রেজাল্ট, একটি ক্লিয়ার মেমোরী, একটি স্টার্ট, একটি ব্যালট, একটি ক্লোজ এবং একটি ফাইনাল রেজাল্ট সুইচ বা বাটন থাকিবে;

(খ) কন্ট্রোল ইউনিটের স্টার্ট, ক্লোজ এবং ফাইনাল রেজাল্ট সুইচ তিনটি সীলকৃত অবস্থায় সুরক্ষিত থাকিবে এবং প্রতিটি ভোট কক্ষে একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকিবে;

(গ) প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের-

(অ) তথ্যসহ একটি স্মার্ট কার্ড থাকিবে;

(আ) কার্ডটি যতক্ষন কন্ট্রোল ইউনিটে সঠিক পন্থায় ঢুকানো অবস্থায় থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ইউনিটটি চালু থাকিবে;

(ঘ) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কার্ডটি বাহির করার সংগে সংগে ইউনিটটির কার্যকারিতা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং পুনরায় চালু করিতে হইলে স্মার্ট কার্ডটি কন্ট্রোল ইউনিটে ঢুকানোর সংগে সংগে উহা চালু হইবে এবং পূর্বে প্রদত্ত ভোটও সংরক্ষিত থাকিবে; এবং

(ঙ) কন্ট্রোল ইউনিটে "ব্যালট" নামের একটি সুইচ থাকিবে এবং উহা চাপিবার মাধ্যমে ব্যালট ইউনিট কার্যকর হইবে; একজন ভোটার ভোট দেওয়ার পর ব্যালট ইউনিটটি অকার্যকর হইয়া যাইবে; অকার্যকর অবস্থায় আবার ভোট দিলেও মেশিন উহা গ্রহণ করিবে না; পরবর্তী একজন ভোটারকে ভোটদানের জন্য বুথের গোপন কক্ষে প্রবেশ করাইবার আগে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটের "ব্যালট" সুইচটি চাপিয়া ব্যালট ইউনিটটি ভোটদানের জন্য পুনরায় কার্যকর করিবেন; ব্যালট ইউনিটটি কার্যকর হইবামাত্র উহার সর্বডানে নীচের দিকে অবস্থিত "ভোট দিন" নামক বাতিটি জ্বলিয়া উঠিবে।

(৩) **ব্যালট ইউনিট**।-

(ক) ব্যালট ইউনিটে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকা মোতাবেক এক পার্শ্বে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম এবং অপর পার্শ্বে উক্ত প্রার্থীর বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীকের ছবি সন্নিবেশিত থাকিবে; প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নামের পাশে ভোটদানের জন্য একটি করিয়া সুইচ এবং প্রতিটি সুইচের পার্শ্বে একটি করিয়া ছোট বাতি থাকিবে; পছন্দনীয় প্রার্থীকে ভোটদানের জন্য উক্ত প্রার্থীর প্রতীকের পার্শ্বের সুইচটি চাপিয়া দিতে হইবে; সুইচ চাপা সঠিক হইলে সুইচের পার্শ্বের বাতিটি জ্বলিয়া উঠিবে এবং "ভোট সঠিক হয়েছে" ধ্বনি শোনা যাইবে;

(খ) ব্যালট ইউনিটের দুইটি সুইচের উপর একসাথে চাপ দিলে মেশিন কোন ভোটই গ্রহণ করিবে না এবং "হয়নি" ধ্বনি শোনা যাইবেঃ

তবে যদি সুইচদ্বয় চাপার মধ্যে সময়ের পার্থক্য হয়, সেইক্ষেত্রে যে সুইচটি আগে চাপা হইয়াছে সেই সুইচ সংশ্লিষ্ট ভোটটি গৃহীত হইবে;

(গ) একজন ভোটার তাহার পছন্দের প্রার্থীর পার্শ্বের সুইচ যতবারই চাপুন না কেন, প্রথম চাপে যে ভোট প্রদান করা হইয়াছে শুধুমাত্র উক্ত ভোট-ই গৃহিত হইবে, অতিরিক্ত চাপের ক্ষেত্রে "হয়নি" ধ্বনি শোনা যাইবে;

(ঘ) একজন ভোটার যদি ব্যালট ইউনিটের এমন কোন সুইচে চাপ দেন, যাহার বিপরীতে কোন প্রার্থী নাই সেই ক্ষেত্রে ভোটটি গৃহীত হইবে না এবং এই ক্ষেত্রেও "হয়নি" ধ্বনি শোনা যাইবে, তবে সঠিক সুইচে পুনরায় চাপ দিয়া ভোটার তাহার ভোট দিতে পারিবেন;

(ঙ) কোন পদে যতজন প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিবার কথা রহিয়াছে তাহা হইতে অধিক সংখ্যক প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার নিমিত্তে সুইচ চাপিলে অতিরিক্ত কোন ভোট গৃহীত হইবে না এবং "এই পদে ভোট দেয়া শেষ" ধ্বনি শোনা যাইবে;

(চ) ব্যালট ইউনিটের সর্বডানে নীচের দিকে "ফাইনাল" নামক একটি বড় আকারের সুইচ থাকিবে; একজন ভোটারের যত সংখ্যক পদে ভোট প্রদানের সুযোগ রহিয়াছে যদি তিনি তাহা অপেক্ষা কম সংখ্যক প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহার পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থী বা প্রার্থীগণের পার্শ্বের সুইচ চাপিবেন এবং সর্বশেষে ফাইনাল সুইচ চাপিয়া ভোট প্রদান সম্পন্ন করিতে পারিবেন;

(ছ) যতজন প্রার্থীকে ভোট প্রদানের সুযোগ রহিয়াছে, একজন ভোটার যদি ততজন প্রার্থীকে ভোট প্রদান করেন সেইক্ষেত্রে প্রদত্ত সকল ভোট ইভিএম কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে গৃহীত হইবে এবং ভোটারের ভোট প্রদান সম্পন্ন হইবে, সেইক্ষেত্রে ফাইনাল সুইচ চাপিবার প্রয়োজন হইবে না;

(জ) দফা '(চ)' অথবা '(ছ)' মোতাবেক ভোটারের ভোট প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর ব্যালট ইউনিটের সর্ব ডানে নীচের দিকে অবস্থিত "ভোট দিন" নামক ছোট বাতিটি নিভিয়া "ভোট সম্পন্ন" নামক ছোট বাতিটি জ্বলিয়া উঠিবে এবং "সকল ভোট গৃহীত হয়েছে" ধ্বনি শোনা যাইবে, ইহার পর ভোটার যদি পুনরায় ভোট প্রদানের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভোট গৃহীত হইবে না এবং "ভোট দেয়া শেষ" ধ্বনি শোনা যাইবে; এবং

(ঝ) দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) অথবা (জ) এ বর্ণিত কোন পরিস্থিতিতে যখনই কোন ভোট গৃহীত হইবে না, তখন ব্যালট ইউনিটের সর্বডানে নীচের দিকে অবস্থিত "ভুল" নামক ছোট বাতিটি পর্যায়ক্রমে জ্বলিতে ও নিভিতে থাকিবে।

(৪) **ডিসপ্লে ইউনিট।**- প্রতিটি ইভিএম এর সহিত একটি ডিসপ্লে ইউনিট থাকিবে, যাহা ভোটকক্ষের গোপন কক্ষের বাহিরে দৃশ্যমান থাকিবে; প্রতিটি সফল ভোটের পর ডিসপ্লে ইউনিটে প্রদর্শিত সংখ্যা একটি করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে অর্থাৎ ঐ সময় পর্যন্ত কতজন ভোটার উক্ত ইভিএম-এ ভোট প্রদান করিলেন উহা জানা যাইবে।

(৫) **স্মার্ট কার্ড ও মাষ্টার কার্ড।**- কোন কারণে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের স্মার্ট কার্ডটি অকেজো হইয়া পড়িলে অথবা হারাইয়া গেলে অথবা চুরি বা ছিনতাই হইয়া গেলে তিনি সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারকে উহা অবহিত করিবেন, সেইক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটটি পুনরায় চালু করিবার লক্ষ্যে তাহার মাস্টার কার্ডটি সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রদান করিবেন এবং একই সাথে সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসার/রিটার্নিং অফিসারের নিকট হইতে অতিরিক্ত একটি স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ করিবেন, অতঃপর প্রিজাইডিং অফিসার সংগৃহিত স্মার্ট কার্ডটি সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রদানপূর্বক পূর্বে প্রদত্ত মাষ্টার কার্ডটি ফেরৎ লইবেন।

৫। **সফ্টওয়ার ও হার্ডওয়ার সংক্রান্ত।**- (১) ইভিএম একটি মাইক্রো-কন্ট্রোলারভিত্তিক এমবেডেড সিস্টেম, ইহাতে একটি ওটিপি মাইক্রো- কন্ট্রোলার ব্যবহার করা হইবে, যাহার ফলে একবার প্রোগ্রাম লোড করার পর ইভিএমটিতে নতুন প্রোগ্রাম লোড করা যাইবে না।

(২) ভোটের তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি ইভিএম-এ চারটি স্মৃতি ভান্ডার (Memory Storage) থাকিবে।

(৩) একজন ভোটার ভোট দেওয়ার সংগে সংগে উহা এমনভাবে উক্ত চারটি স্মৃতি ভান্ডারে সংরক্ষিত হইবে যাহাতে ভোট সংক্রান্ত কোন তথ্য কোনভাবেই হারাইয়া যাইবার বা নষ্ট হইবার সুযোগ থাকিবে না।

৬। **ব্যালট ইউনিটে প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের তালিকা সম্বলিত কাগজ সংযোজন।**- (১) প্রতিটি ব্যালট ইউনিটের উপরিভাগে প্রার্থীদের নাম ও প্রতীকের তালিকা সম্বলিত কাগজ সংযোজনের ব্যবস্থা থাকিবে।

(২) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত দিন ও সময়ে রিটার্নিং অফিসারগণ নির্বাচন কমিশনে উপস্থিত হইয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত স্ব স্ব এলাকার জন্য বরাদ্দকৃত নাম ও প্রতীক সম্বলিত সংশ্লিষ্ট কাগজে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) স্বাক্ষর প্রক্রিয়া শেষ হইবার পর কমিশনের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত কাগজসমূহ ব্যালট ইউনিটে সঠিকভাবে সংযোজন করা হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া মেশিনটি সীল করিয়া দিতে হইবে।

(৪) সীল করিবার পর প্রত্যেকটি নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীদের নাম ও প্রতীকের বিপরীতে কোন্ কোন্ সুইচ বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা 'ফরম-ক' অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৭। **কারিগরি কমিটি।**- (১) ইভিএমসমূহের যাবতীয় কারিগরি দিক পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত একটি কারিগরি কমিটি থাকিবে এবং কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) ইভিএম এর সার্কিট ডায়াগ্রাম ও সফ্‌টওয়্যার প্রোগ্রাম পরীক্ষা;

(খ) ইভিএমসমূহে প্রোগ্রামটি One time load করা এবং কেন্দ্রভিত্তিক কার্ডসমূহ Customize করার বিষয়টি তত্ত্বাবধান;

(গ) প্রোগ্রাম Load করিবার পর নমুনা হিসেবে কিছু সংখ্যক ইভিএম এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করার বিষয়টি তত্ত্বাবধান;

(ঘ) কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট, ডিসপ্লে ইউনিট, ব্যাটারী এবং স্মার্ট কার্ডের বিভিন্ন ধরনের কার্যকারিতা সঠিক আছে কিনা তাহা পরীক্ষা;

(ঙ) কন্ট্রোল ইউনিটের "স্টার্ট", "ক্লোজ" এবং "ফাইনাল রেজাল্ট" নামক সুইচ তিনটি সীল করিবার বিষয়টি তত্ত্বাবধান।

(২) উক্ত কারিগরি কমিটি কর্তৃক উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের বা বিষয়াদী পরীক্ষা করিবার পর 'ফরম-খ' অনুসারে ইভিএম এর কার্যকারিতা লিখিতভাবে প্রত্যয়ন করিতে হইবে।

(৩) ইভিএম-এ প্রোগ্রাম Load করা এবং কার্যকারিতা পরীক্ষা করিবার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার ভিডিও ধারণ করিতে হইবে এবং উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) কারিগরি কমিটির পরীক্ষণ ও প্রোগ্রাম Load করণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর কেন্দ্রভিত্তিক মেশিন ও কার্ডসমূহ কমিশনের নিরাপদ হেফাজতে রাখিতে হইবে।

৮। **রিটার্নিং অফিসারের নিকট ইভিএম প্রেরণ**।- (১) নির্বাচনের ভোটগ্রহণের পূর্বে কমিশন হইতে রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচনী দ্রব্যাদি সরবরাহের প্রাক্কালে ইভিএম এর ব্যালট ইউনিটে উল্লিখিত নম্বর একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণপূর্বক নিম্নবর্ণিত দ্রব্যাদি বুঝাইয়া দেওয়া হইবে, যথাঃ-

(ক) নির্দিষ্ট সংখ্যক সীল করা ইভিএম;

(খ) নির্দিষ্ট সংখ্যক সীল করা স্মার্ট কার্ড ও মাষ্টার কার্ড; এবং

(গ) ভোটার তালিকা।

(২) রিটার্নিং অফিসার ইভিএমসমূহ নিরাপত্তার সাথে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার উল্লিখিত দ্রব্যাদি নিরাপদ হেফাজতে রাখিবেন।

৯। **প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ইভিএম প্রেরণ**।- (১) ভোট গ্রহণের পূর্বে সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনীয় ফরম, প্যাকেট ও নির্বাচনী সামগ্রী এবং উহার সাথে একটি রেজিষ্টারে ইভিএম এর ব্যালট ইউনিটে উল্লিখিত নম্বর সংরক্ষণপূর্বক নিম্নবর্ণিত দ্রব্যাদি প্রিজাইডিং অফিসারকে বুঝাইয়া দিবেন, যথাঃ-

(ক) নির্দিষ্ট সংখ্যক সীল করা ইভিএম; এবং

(খ) নির্দিষ্ট সংখ্যক সীল করা স্মার্ট কার্ড ও মাষ্টার কার্ড।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণের পূর্বে ভোট কক্ষে ব্যবহৃত কন্ট্রোল ইউনিট ও ব্যালট ইউনিট এবং ডিসপ্লে ইউনিটসমূহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁহার এজেন্টদের সম্মুখে প্রদর্শন করিবেন এবং ব্যালট ইউনিটে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে মর্মে নিশ্চিত করিবেন, যথাঃ-

(ক) ক্রমিক নম্বর;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পিতা বা স্বামীর নাম); এবং

(গ) বরাদ্দকৃত প্রতীক।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার 'ফরম-গ' অনুযায়ী রেকর্ড সংরক্ষণপূর্বক প্রত্যেক ভোট কক্ষের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইভিএম বুঝাইয়া দিবেন এবং সংরক্ষিত রেকর্ড সম্বলিত উক্ত ফরমটি অন্যান্য ফরম ও প্যাকেটের সহিত বস্তাভর্তি করিয়া রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন।

১০। **সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের করণীয়**।- (১) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট এবং ডিসপ্লে ইউনিট ব্যাটারী ইউনিটের সহিত সংযুক্ত করিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করিবেন এবং সরবরাহকৃত স্মার্ট কার্ডটি কন্ট্রোল ইউনিটের নির্দিষ্ট জায়গায় সঠিক পন্থায় প্রবেশ করাইয়া ইভিএমটি চালু করিবেন।

(২) ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে পোলিং এজেন্টদের উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত বিষয়াদি প্রদর্শন করিবেন এবং কন্ট্রোল ইউনিটের মেসেজ ডিসপ্লেতে নীচে বাম কোণায় [D] লেখা দেখাইয়া এই মর্মে নিশ্চিত করিবেন যে, উহা "ডেমো মোড" এ রহিয়াছে, অর্থাৎ ইভিএমটিতে ইতিপূর্বে কোন ভোট প্রদান করা হয় নাই।

(৩) ভোট গ্রহণ শুরুর পূর্বে প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) ও (২) এ বর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক 'ফরম-ঘ' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারকে একটি প্রত্যয়ণ পত্র প্রদান করিবেন এবং প্রত্যয়নপত্রটি অন্যান্য ফরম ও প্যাকেটের সহিত বস্তাভর্তি করিয়া রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন।

১১। **সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ডেমো ভোটগ্রহণ**।- (১) ভোটদান পর্ব শুরুর পূর্বে উপস্থিত প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টগণ ডেমো ভোট দিয়া মেশিনটির কার্যকারিতা ও নিরপেক্ষতা যাচাই করিয়া দেখিতে পারিবেন।

(২) ডেমো ভোটিং শুরুর প্রথমেই সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার স্মার্ট কার্ড প্রবেশ করানো অবস্থায় “ক্লিয়ার মেমোরী” সুইচটি চাপিয়া মেসেজ ডিসপ্লে ও কাউন্ট ডিসপ্লেতে ভোট সংখ্যা শূন্য কিনা নিশ্চিত হইবেন। অতঃপর সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটের “ব্যালট” বাটনে চাপ দিয়া ব্যালট ইউনিটটিকে কার্যকর করিবেন এবং একজন ডামি ভোটারকে ভোট প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিবেন।

(৩) ডামি ভোটার ব্যালট ইউনিটে তাহার পছন্দনীয় প্রার্থী বা প্রার্থীদেরকে ভোট দিবেন এবং তিনি যাহাকে বা যাহাদেরকে ভোট দিলেন তাহা একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) এইভাবে এক বা একাধিক ডামি ভোট প্রদানের পর “ডেমো রেজাল্ট” সুইচ চাপিয়া ভোটারগণ তাহাদের ডামি ভোট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

(৫) ডামি ভোট পরীক্ষা করিবার পর সন্তুষ্ট হইলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার “ক্লিয়ার মেমোরী” সুইচে চাপ দিয়া ইভিএম এর ডামি ভোটের তথ্য মুছিয়া ফেলিবেন এবং ভোট সংখ্যা শূন্য করিয়া উপস্থিত পোলিং এজেন্টগণকে দেখাইয়া ইভিএমটিকে ভোট গ্রহণের উপযোগী করিবেন।

১২। **ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি।**- (১) ভোটগ্রহণের জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ইভিএম এর কন্ট্রোল ইউনিটে নির্ধারিত স্মার্ট কার্ড সঠিক পন্থায় প্রবেশ করাইবেন।

(২) অতঃপর কন্ট্রোল ইউনিটের “স্টার্ট” বাটনের সীল খুলিয়া উহা চাপিবার পর মেশিনটি ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইবে, যাহা তিনি কন্ট্রোল ইউনিটের মেসেজ ডিসপ্লের নীচে বাম কোণায় [R] লেখা দেখিয়া নিশ্চিত হইবেন এবং একইসাথে মেসেজ ডিসপ্লের নীচে ডান কোণায় এবং কাউন্ট ডিসপ্লেতেও শূণ্য (০) প্রদর্শিত হইবে।

(৩) কন্ট্রোল ইউনিটটি উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত করিয়া এমন স্থানে রাখিতে হইবে যাহাতে উহা সকলে দেখিতে পান।

১৩। **ভোটারের পরিচয় নিশ্চিতকরণ।**- কোন ভোটার ভোট প্রদানের জন্য ভোটকক্ষে উপস্থিত হইবার পর, ভোট প্রদানের পূর্বে তাহাকে-

(ক) ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ তাহার ক্রমিক নম্বর ও নাম তাহার বর্ণনা অনুযায়ী মিলাইয়া দেখিতে হইবে;

(খ) ছবিসহ ভোটার তালিকার ছবির সহিত তাহার চেহারা মিলাইয়া দেখিতে হইবে; এবং

(গ) প্রয়োজনে তাহার পিতা বা স্বামীর নাম (বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে), ঠিকানা, পেশা, জন্ম তারিখ ইত্যাদি ভোটার তালিকার সহিত মিলাইয়া তাহার পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে।

১৪। **ভোটপ্রদানের স্থান ও ভোটার কর্তৃক প্রদেয় ভোট সংখ্যা।**- একজন ব্যক্তি যে ওয়ার্ডের ভোটার, তিনি কেবল সেই ওয়ার্ডের জন্য নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে নিম্নবর্ণিত সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, যথাঃ-

(ক) মেয়র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে একটি ভোট;

(খ) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে একটি ভোট; এবং

(গ) সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে একটি ভোট।

১৫। **ভোটদান পদ্ধতি।**- (১) ভোটারকে ভোট প্রদানের সুযোগ দেওয়ার অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে ভোটকক্ষে ব্যবহৃত ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও নাম চিহ্নিত করিয়া ডাকিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে ভোটারের পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর তাহার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বা অন্য কোন অঙ্গুলিতে নখ ও চামড়ার সংযোগস্থলে অমোচনীয় কালি দ্বারা একটি চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ভোটার তালিকায় ভোটারের নাম ও ক্রমিকের পার্শ্বে তাহার স্বাক্ষর বা টিপসহি নিতে হইবে।

(৪) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটের “ব্যালট” সুইচটি চাপ দিয়া ভোটারকে ভোট প্রদানের জন্য গোপন কক্ষে পাঠাইবেন।

(৫) গোপন কক্ষে প্রবেশের পর ভোটার যেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিতে চাহেন, সেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের পার্শ্বের সুইচ চাপিবেন।

(৬) সুইচ চাপ দেওয়ার পর ভোটার যদি দেখেন যে, সুইচের পার্শ্বের বাতিটি জ্বলে নাই বা কোন শব্দ উচ্চারিত হয় নাই, তাহা হইলে তাহাকে বুঝিতে হইবে যে, ভোট প্রদান যথাযথ হয় নাই বা প্রদত্ত ভোট কোন প্রার্থীর পক্ষে যোগ হয় নাই এবং সেইক্ষেত্রে তাহাকে পুনরায় সঠিকভাবে সুইচ চাপিয়া ভোট প্রদান করিতে হইবে।

(৭) যদি কোন ভোটার ভুলবশতঃ ভোট সম্পন্ন না করিয়া গোপন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসেন, তবে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারকে পুনরায় গোপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভোট প্রদান করিবার জন্য বলিবেন।

(৮) যদি কোন ভোটার ভোট প্রদান অসম্পূর্ণ রাখিয়া গোপন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যান, তাহা হইলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টগণকে উক্ত বিষয়টি অবহিত করিয়া গোপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া “ফাইনাল” নামক বড় সুইচটি চাপিয়া আসিবেন।

১৬। **অন্ধ বা অক্ষম ভোটারের ভোট প্রদান**।- যদি কোন ভোটার দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী অথবা অন্য কোনভাবে এমন অক্ষম হন যে, তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে ভোটপ্রদান করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাঁহাকে কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উক্ত ভোটার উক্ত সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তির সাহায্যে ভোট প্রদান করিবেন।

১৭। **প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতিতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া, ইত্যাদি**।- (১) অবৈধ উপায়ে ভোট প্রদানের নিমিত্তে বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোনভাবে কোন ভোটকেন্দ্র আক্রান্ত হইলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটের "ক্লোজ" সুইচ এর সীল খুলিয়া উহা চাপিয়া দিবেন, যাহাতে আক্রান্তকারীগণ ইভিএম নিজ দখলে নিলেও উক্ত মেশিনে কোন ভোট প্রদান করিতে সক্ষম না হন; অতঃপর যদি উক্ত ভোটকেন্দ্র আক্রান্তকারীদের দখলমুক্ত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারকে সার্বিক পরিস্থিতি অবহিত করিয়া একটি নতুন ইভিএম দ্বারা পুনরায় ভোট গ্রহণ শুরু করিবেন এবং পূর্বের মেশিনের সাথে পরের মেশিনের ভোট যোগ করিয়া উক্ত ভোট কক্ষের ফলাফল প্রস্তুত করিবেন।

(২) যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য যদি কোন ইভিএম-এ ভোট গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, সেইক্ষেত্রে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উহা প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি গ্রহণপূর্বক কেন্দ্রে সংরক্ষিত ব্যাকআপ ইভিএম অবশিষ্ট ভোট গ্রহণের নিমিত্তে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে হস্তান্তর করিবেন, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার পূর্বের ন্যায় পুনরায় ভোট গ্রহণ শুরু করিবেন এবং পূর্বের ও পরের উভয় মেশিনের ভোট যোগ করিয়া উক্ত ভোট কক্ষের ফলাফল প্রস্তুত করিবেন।

(৩) কোন ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ করিয়া প্রিজাইডিং অফিসার উহা রিটার্নিং অফিসারকে অবগত করিবেন, যদি-

(ক) প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে ভোটগ্রহণ এমনভাবে বাধাগ্রস্থ বা ব্যহত হয় যে, উহা ধার্যকৃত ভোটগ্রহণের সময়ে পুনরায় আরম্ভ করা সম্ভব নহে; বা

(খ) ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোন ইভিএম সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হইতে বেআইনীভাবে অপসারণ করা হইলে বা দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হইলে বা হারাইয়া গেলে বা এই পরিমাণ হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে যে, সেই ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফল নির্ধারন করা যাইবে না।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন ভোটগ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে, রিটার্নিং অফিসার অবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবেন এবং কমিশন উক্ত ভোটকেন্দ্রে নুতনভাবে ভোট গ্রহণের নির্দেশ দিবেন, যদি না কমিশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, একই নির্বাচনী এলাকার অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফলের দ্বারা ভোটকেন্দ্রটির নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন কমিশন কর্তৃক পুনরায় ভোট গ্রহণের আদেশ প্রদান করা হইলে রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের অনুমোদনক্রমে,-

(ক) নতুন ভোটগ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন এবং কোন্ স্থান ও কোন্ সময় মধ্যে এইরূপ নতুন ভোটগ্রহণ করা হইবে, তাহা স্থির করিবেন; এবং

(খ) দফা (ক) অনুসারে নির্ধারিত তারিখ এবং স্থিরকৃত স্থান ও সময় সম্পর্কে গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন নতুন ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে, সকল ভোটারের ভোট প্রদানের সুযোগ থাকিবে এবং নতুন ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধানাবলী একইরূপে প্রযোজ্য হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৫) এর অধীন নতুন ভোট গণনার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) এর অধীন বন্ধকৃত ভোটের সময় প্রদত্ত কোন ভোট গণনা করা যাইবে না।

১৮। **ভোটগ্রহণ শেষে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব**।- (১) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণ শেষে পোলিং এজেন্টদের (যদি উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে সীল খুলিয়া 'ক্লোজ' সুইচটি চাপিবেন, যাহার ফলে উক্ত ইভিএম-এ আর কোন ভোট গৃহীত হইবে না।

(২) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) অনুসারে ক্লোজ করা ইভিএম এবং স্মার্ট কার্ড প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

১৯। **ভোট গণনা ও প্রদর্শন**।- (১) ভোট গণনার ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) তিনি প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ইভিএমসমূহ একত্রিত করিবেন;

(খ) তিনি একটি কক্ষে পোলিং এজেন্ট এবং বিধিগতভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে কন্ট্রোল ইউনিট ও ব্যালট ইউনিটকে পুনরায় ব্যাটারীর সহিত সংযোগ প্রদান করিবেন এবং "ফাইনাল রেজাল্ট" সুইচটির সীল খুলিবেন;

(গ) তিনি কন্ট্রোল ইউনিটে মাস্টার কার্ড প্রবেশ করাইয়া "ফাইনাল রেজাল্ট" সুইচটি চাপিবেন, যাহার ফলে ডিসপ্লেতে কোন্ প্রার্থী কত ভোট পাইয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত "ফাইনাল রেজাল্ট" সুইচটি প্রয়োজনবোধে পুনরায় চাপিয়া ফলাফল একাধিকবার দেখা যাইবে।

(৩) মাস্টার কার্ড ছাড়া অন্য কোন কার্ড দ্বারা ফলাফল প্রদর্শন করা সম্ভব হইবে না।

(৪) একের পর এক ইভিএমসমূহ হইতে ফলাফল প্রদর্শন করা যাইবে।

২০। **কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত, প্রেরণ ইত্যাদি।**- কেন্দ্র ভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত ও প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

প্রিজাইডিং অফিসার-

(ক) প্রাপ্ত ফলাফল বিবরণী স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত ফরম-ঞ, ঞ-১ ও ঞ-২ -তে যথাক্রমে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া নির্ধারিত স্থানে স্বীয় স্বাক্ষর প্রদান করিবেন এবং উপস্থিত পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন;

(খ) কেন্দ্রভিত্তিক ভোটের ফলাফল সম্বলিত ফরমের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি তৈরী করিবেন যাহার একটি করিয়া কপি যথাক্রমে-

(অ) রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন;

(আ) সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন;

(ই) ভোটকেন্দ্রের বাহিরে দর্শনীয় স্থানে টাংগাইয়া দিবেন;

(ঈ) বিশেষ খামে ডাকযোগে কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করিবেন;

(উ) ইভিএম এর ব্যালট ইউনিটের বাক্সে রাখিবেন; এবং

(ঊ) নিজের কাছে রাখিবেন;

(গ) দফা (খ) এ উল্লিখিত স্থানে কপি জমা, প্রেরণ, ইত্যাদির পর উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এজেন্টদের মধ্যেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি বিতরণ করিবেন।

২১। **ফলাফল একত্রীকরণ, নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা, তালিকা প্রস্তুত এবং উহার সত্যায়িত কপি সরবরাহ ইত্যাদি।**- রিটার্নিং অফিসার-

(ক) বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র হইতে বিধি ২০ এর দফা (খ) এ উল্লিখিত ভোট গণনার বিবরণী বা বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (৫) এর অধীন পুন:ভোট গ্রহণের ফলাফল প্রাপ্ত হইবার পর, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের কিংবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের উপস্থিতিতে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের অনুকূলে প্রদত্ত ভোটসমূহ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর তফসিল-১ এ উল্লিখিত ফরম 'ঠ', 'ঠ-১' ও 'ঠ-২' তে যথাক্রমে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদের জন্য একীভূত করিবেন, এবং যে প্রার্থীর অনুকূলে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন;

(খ) দফা (ক) এর অধীন গণনার ফলাফল প্রাপ্তির পর উহা গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন যাহাতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও দফা (ক) এর অধীন একত্রীকরণের ফলে প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা সুস্পষ্টভাবে অংকে ও কথায় উল্লেখ থাকিতে হইবে;

(গ) দফা (খ) এর অধীন গণ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর অবিলম্বে কমিশনের নিকট নির্ধারিত ফরমে, একত্রীকরণ বিবরণীসহ নির্বাচিত প্রার্থীদের একটি তালিকা দাখিল করিবেন;

(ঘ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে একত্রীকরণ বিবরণী এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করিবার পর, অবিলম্বে যে সকল প্যাকেট ও বিবরনী ফলাফল একত্রীকরণের জন্য খোলা হইয়াছিল সেইগুলিকে পুনরায় ভর্তি করিয়া সীলমোহর করিবেন, এবং উপস্থিত প্রার্থী ও তাহাদের নির্বাচনী এজেন্টগণকে, তাহারা ইচ্ছা করিলে, অনুরূপ প্যাকেটগুলিতে তাহাদের দস্তখত ও সীলমোহর প্রদানের জন্য অনুমতি দিবেন;

(ঙ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে, যাহারা একত্রীকরণ বিবরণী ও নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা পাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে-

(অ) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম 'ঠ';

(আ) কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম 'ঠ-১'; এবং

(ই) সাধারণ আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফরম 'ঠ-২';

এ একীভূত ভোট গণনার বিবরণী ও নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকার সত্যায়িত কপি সরবরাহ করিবেন।

২২। **ভোট গণনার পর ইভিএম পুনঃসীলকরণ**।- ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণার পর প্রিজাইডিং অফিসার ইভিএম এর সংযোগসমূহ বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যালট ইউনিটটিকে ধারণকারী বাক্সে প্রবেশ করাইয়া উহাতে প্রিজাইডিং অফিসার ও প্রার্থীগণ বা প্রার্থীগণের মনোনীত এজেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষর সম্বলিত কাগজসহ কমিশন কর্তৃক সরবরাহকৃত গোপন সীল দ্বারা সীল করিবেন।

২৩। **ব্যবহৃত ইভিএম সংরক্ষণ**।- নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা শেষে ইভিএম সীল করিবার পর প্রিজাইডিং অফিসার উহা রিটার্নিং অফিসার বরাবর প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত ইভিএমসমূহ মামলা বা অন্য কোন কারণে সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজন না হইলে ৬ (ছয়) মাস পর উহা পুনরায় নির্বাচনের জন্য ব্যবহার উপযোগী করা যাইবে।

২৪। **নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বা মামলার জন্য ইভিএম সংরক্ষণ করা**।- নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল, প্রয়োজনবোধে, ইভিএম-এর ওটিপি মেমোরিতে রক্ষিত ফলাফল পুনঃপরীক্ষা বা গণনার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

২৫। **শাস্তি**।- এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করা হইলে উহা একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য ধারা ৯৩ এ বর্ণিত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে।

নি ক মনোগ্রাম

ফরম-'ক'

[বিধি ৬(৪) দ্রষ্টব্য]

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীকের বিপরীতে বরাদ্দকৃত সুইচের বিবরণী

[ ] সিটি কর্পোরেশন [ ][ ][ ] নম্বর সাধারণ ওয়ার্ড [ ] থানা

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম [ ]

ক্রমিক নম্বর	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম	বরাদ্দকৃত প্রতীক	বরাদ্দকৃত সুইচ নম্বর
১	২	৩	৪

স্থান [ ]

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীল

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

নি ক মনোগ্রাম

ফরম-'খ'

[বিধি ৭(২) দ্রষ্টব্য]

ইভিএম এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির প্রত্যয়ণ পত্র

__________ সিটি কর্পোরেশন

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ইভিএমসমূহের সার্কিট ডায়াগ্রাম ও সফট্ওয়্যার প্রোগ্রাম পরীক্ষা; প্রোগ্রামটি One time load করা এবং কেন্দ্রভিত্তিক কার্ডসমূহ Customize করা; প্রোগ্রাম Load করিবার পর নমুনা হিসেবে কিছু সংখ্যক ইভিএম এর কার্যকারিতা পরীক্ষা; কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট, ডিসপ্লে ইউনিট, ব্যাটারী এবং স্মার্ট কার্ডের বিভিন্ন ধরনের কার্যকারিতা; কন্ট্রোল ইউনিটের "স্টার্ট", "ক্লোজ" এবং "ফাইনাল রেজাল্ট" নামক সুইচ তিনটি সীল করিবার বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া সঠিক পাওয়া গিয়াছে এবং ইভিএমসমূহ নির্বাচন উপযোগী আছে। ইহা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মেশিনগুলিতে পূর্বে কোন ভোট প্রদান করা হয় নাই।

কমিটির সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর

সদস্যের নাম	স্বাক্ষর
১	২

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

নি ক মনোগ্রাম

ফরম-'গ'

[বিধি ৯(৩) দ্রষ্টব্য]

প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে ইভিএম বুঝাইয়া দেওয়ার রেকর্ড

______ সিটি কর্পোরেশন ______ নম্বর সাধারণ ওয়ার্ড ______ থানা

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ______

(ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম)

ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের নিমিত্তে নিম্নরূপে ইভিএমসমূহ বুঝাইয়া দেওয়া হইল ঃ-

ক্রমিক নম্বর	ইভিএম নম্বর (*ইভিএম এর ব্যালট ইউনিটের উল্লিখিত নম্বর*)	ভোটকক্ষের নম্বর	গ্রহণকারী সহকারী প্রিজাইডিং/পোলিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর
১	২	৩	৪

স্থান ______

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, স্বাক্ষর ও সীল (যদি থাকে)

তারিখ ____ দিন ____ মাস ____ বৎসর

নি ক মনোগ্রাম

ফরম-'ঘ'

[বিধি ১০(৩) দ্রষ্টব্য]

ইভিএম এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের প্রত্যয়ণ পত্র

[ ] সিটি কর্পোরেশন [ ][ ][ ] নম্বর সাধারণ ওয়ার্ড [ ] থানা

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, [ ]

(ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম)

ভোটকেন্দ্রের [ ] নম্বর ভোটকক্ষে সরবরাহকৃত ইভিএমটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া সঠিক পাওয়া গিয়াছে। ইহাও প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মেশিনটিতে পূর্বে কোন ভোট প্রদান করা হয় নাই।

ক্রমিক নম্বর	পোলিং এজেন্টের নাম	পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর
১	২	৩

স্থান [ ]

সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নাম,
স্বাক্ষর ও সীল (যদি থাকে)

তারিখ [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে,

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সচিব।